# কাজী নজরুল ইসলাম: 'বিদ্রোহী' কবিতার একশো বছর, ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে যেভাবে লেখা হয়েছিল

* সায়েদুল ইসলাম, বিবিসি বাংলা, ঢাকা, ২৯ অগাস্ট ২০২১

**বল বীর -**

**বল উন্নত মম শির!**

**শির নেহারি' আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!**

১৯২১ সালের ডিসেম্বর, ক্রিসমাসের রাত। কলকাতার ৩/৪সি, তালতলা লেনের একটি বাড়িতে বসে কাঠ পেন্সিলে এই কালজয়ী কবিতা লিখতে শুরু করেন সদ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধফেরত বাইশ বছরের যুবক কাজী নজরুল ইসলাম।বিশ্লেষকদের ভাষায়, রবীন্দ্র জমানার সাহিত্য থেকে বেরিয়ে সেটি নতুন এক সাহিত্য ধারার সূচনা হলো।

একশো বছর পরেও সেই কবিতার আবেদন ফুরায়নি, রয়ে গেছে আগের মতোই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল বিবিসি বাংলাকে বলছেন, ''ঔপনিবেশিক ভারতের সেই সময় যখন নজরুল আবির্ভূত হলেন, তখন তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঔপনিবেশিক বিরোধিতা বড় করে তুলছেন। বল বীর, চির উন্নত মম শির, এই বীর তিনি বলছেন সমস্ত বাঙ্গালিকে, যে বীরের মতো তোমরা উঠে দাঁড়াও। ভীরু বাঙ্গালিকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে চেয়েছেন, তাদের জাগ্রত করতে অসংখ্য শব্দের ঝংকারে কবিতাটি যেন পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে!''

অন্যায় এবং অসাম্যের বিরুদ্ধে নজরুলের লড়াই ছিল আজীবনের।

কলকাতায় ডিসেম্বরের সেই রাতে কবিতা লেখার পরের দিন সকালে প্রথম পড়ে শুনিয়েছিলেন তার সঙ্গে থাকা বন্ধু কমরেড মুজফফর আহমেদকে।

কমরেড মুজফফর আহমদ তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা' বইয়ে লিখেছেন, ''আসলে বিদ্রোহী কবিতা রচিত হয়েছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। (যদিও তিনি এর আগে একটি বইয়ে দুর্গাপূজার সময় এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন, তবে এই বইয়ে সেটার সংশোধনী দিয়েছেন।) বিদ্রোহী কবিতাটি প্রথম ছাপা হয়েছিল 'বিজলী' নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায়।

## যেভাবে লেখা হয়েছিল বিদ্রোহী কবিতাটি

মুজফফর আহমদ লিখেছেন, ''তখন নজরুল আর আমি নীচের তলার পূব দিকের, অর্থাৎ বাড়ীর নিচেকার দক্ষিণ-পূর্ব কোনের ঘরটি নিয়ে থাকি। এই ঘরেই কাজী নজরুল ইসলাম তার ''বিদ্রোহী'' কবিতাটি লিখেছিল। সে কবিতাটি লিখেছিল রাত্রিতে। রাত্রির কোন সময়ে তা আমি জানিনে। রাত দশটার পরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে এসে আমি বসেছি এমন সময় নজরুল বলল, সে একটি কবিতা লিখেছে।''

''পুরো কবিতাটি সে তখন আমায় পড়ে শোনাল। ''বিদ্রোহী'' কবিতার আমিই প্রথম শ্রোতা।''

'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা' বইয়ে মুজফফর আহমদ এরপর বর্ণনা দিয়েছেন, যেহেতু তিনি সামনাসামনি কারো প্রশংসা করতে পারেন না, তাই কবিতা শোনার পরেও তিনি উচ্ছ্বসিত হতে পারেননি। তাতে মনে মনে কাজী নজরুল ইসলাম আহত হয়েছিলেন বলেও তার মনে হয়েছে।

''আমার মনে হয়, নজরুল শেষ রাত্রে কবিতাটি লিখেছিল, তা না হলে এত সকালে সে আমায় কবিতা পড়ে শোনাতে পারত না।....এখন থেকে চুয়াল্লিশ বছর আগে নজরুলের কিংবা আমার ফাউন্টেন পেন ছিল না। দোয়াতে বারে বারে কলম ডোবাতে গিয়ে তার মাথার সঙ্গে তাল রাখতে পারবে না, এই ভেবেই সম্ভবত সে কবিতাটি প্রথমে পেন্সিলে লিখেছিল।'' লিখেছেন মি. আহমদ।

সেদিন বেলা হওয়ার পর 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার আফজালুল হক সেই বাড়িতে আসেন। তাকেও কবিতাটি পড়ে শোনান কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি সেটা শুনে একটি কপি সঙ্গে নিয়ে যান।

মুজফফর আহমদ লিখেছেন, ''আমিও বাইরে চলে যাই। তারপরে বাড়িতে ফিরে আসি বারোটার কিছু আগে। আসা মাত্রই নজরুল আমায় জানাল যে, 'অবিনাশদা (বারীন ঘোষেদের বোমার মামলার সহবন্দী শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য) এসেছিলেন। তিনি কবিতাটি শুনে বললেন, তুমি পাগল হয়েছ নজরুল, আফজালের কাগজ কখন বার হবে তার স্থিরতা নেই, কপি করে দাও, বিজলীতে ছেপে দেই আগে। তাকেও নজরুল সেই পেন্সিলের লেখা হতেই কবিতাটি কপি করে দিয়েছিল।''

বিদ্রোহী কবিতাটি ১৩৯-পঙক্তির। ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারি শুক্রবার সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায় প্রথম 'বিদ্রোহী' কবিতাটি ছাপা হয়। বৃষ্টি হওয়ার পরেও কাগজের চাহিদা এতো হয়েছিল যে, সেই সপ্তাহে ওই কাগজটি দুইবার মুদ্রণ করতে হয়েছিল।

তার ধারণা, মোসলেম ভারতের কার্তিক সংখ্যায় পরবর্তীতে সেটা ছাপা হলেও সেই সংখ্যাটি বের হয়েছিল ফাল্গুন মাসে।মুজফফর আহমদ লিখেছেন, ''বিদ্রোহী ছাপা হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎকারের কথাও শ্রী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন এবং নজরুলের মুখে শুনেই লিখেছেন। তাতে আছে, কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে পড়ে শোনানোর পরে তিনি নজরুলকে বুকে চেপে ধরেছিলেন।''

## ' বিদ্রোহী ' কবিতা নিয়ে মোহিতলালের 'ভাব চুরির' দাবি

মুজফফর আহমদ তার বইতে উল্লেখ করেছেন, 'বিদ্রোহী' ছাপা হওয়ার পর কবি মোহিতলাল মজুমদার দাবী করেছিলেন যে, তার 'আমি' শীর্ষক একটি লেখার ভাব নিয়ে কবিতাটি লিখেছে, কিন্তু কোন ঋণ স্বীকার করেনি। এই প্রচারটি তিনি মৌখিকভাবে করেছিলেন।

কারণ এর বছরখানেক আগে একটি সাহিত্য আসরে মানসী পত্রিকা থেকে 'আমি' নামের নিজের লেখা একটি গদ্য পড়ে শুনিয়েছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, যে আসরে মুজফফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেকেই ছিলেন।

কিন্তু সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছেন মি. আহমদ। তবে তিনি এও উল্লেখ করেছেন, ''......একবার মাত্র শুনে এত দীর্ঘকাল পরে সে 'আমি'র ভাবসম্পদ নিয়ে বা চুরি করে যে বিদ্রোহী রচনা করেছিল, আমি তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনে।......এটা আমি মানতে রাজী আছি, মোহিতলালকে লেখাটি পড়তে শুনে তার মনে হয়তো একথাটা আসতে পারে যে, এই ধরনের একটা কবিতা লেখা যায়।''এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত 'বিংশ শতাব্দী'-তে লিখেছেন, মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি' প্রবন্ধের ভাববস্তুর সঙ্গে নজরুলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাটির সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। কবিতার রচনার বেশ কয়েক বছর আগে মোহিতলালের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। মোহিতলাল মনে করেন, "তার রচনাকেই নজরুল আত্মসাৎ করেছেন, অথচ কোথাও তার উল্লেখ মাত্র নেই। বলা বাহুল্য, আমি প্রবন্ধের বীজ ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে গ্রন্থটি থেকে গৃহীত, আধ্যাত্মিক রূপকার্থের মূল্যেই সেটি উল্লেখ্য, সাহিত্যগুণে নয়। পরন্তু নজরুলের কবিতাটি যে একান্ত আত্মগত প্রেরণার ফল, তা কাব্যরসিক মাত্রেই স্বীকার করবেন। নতুবা রবীন্দ্র-প্রতিভা যখন মধ্যাহ্ন দীপ্তিতে বিরাজমান, তখনই নজরুলের আকস্মিক আবির্ভাব দলগোষ্ঠী নির্বিশেষে এমন সম্বর্ধিত হত না।''

বিদ্রোহী কবিতার ব্যাঙ্গ করে সজনীকান্ত দাস 'ব্যাঙ' নামে একটি কবিতাও লিখেছিলে, যা শনিবারের চিঠি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সেখানে তিনি প্যারোডি করে লিখেছিলেন, 'আমি ব্যাঙ/ লম্বা আমার ঠ্যাং/ আমি ব্যাঙ/ আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই/ আমি বুক দিয়ে হাঁটি ইঁদুর ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।''

**বিদ্রোহী কবিতা শুনলেই উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন বাকরুদ্ধ কবি**

কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৪২ সালে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। এরপর তার তিনি কবিতা বা গান লিখেননি।

কবির নাতনি খিলখিল কাজী বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, ''সেই সময় আমার বাবার তো অল্পবয়স ছিল। আমরা যখন জন্মালাম, দাদুর অনেকটা বয়স হয়ে গেছে। আমার বাবা কাজী সব্যসাচী দাদুর সামনে বিদ্রোহী কবিতা প্রায়ই আবৃত্তি করতেন।''

''তখন দেখেছি দাদুকে ভীষণভাবে উদ্বেলিত হতে, বিদ্রোহী শুনলেই উনি চোখটা যেমন কেমন করতেন, মাথায় হাত বুলাতেন। বার বার যেমন মনে হচ্ছিল যে, এখনো পৃথিবীতে অন্যায় অবিচার হচ্ছে, দাদু যদি কথা বলতে পারতেন, তাহলে কোথাও গিয়ে যেন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলবেন, প্রতিবাদ করবেন, এই অনুভবটা আমরা দাদুর চোখেমুখে দেখতে পেতাম।'' বলছেন খিলখিল কাজী।

কোন কবিতার বর্ষপূর্তি পালনের মতো অনন্য ঘটনা ঘটে ২০১১ সালে। সেই বছর বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে 'বিদ্রোহী' কবিতার ৯০ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়। এখন চলছে এই কবিতার শতবর্ষপূর্তি উদযাপনের আয়োজন।

## বিশ্বের পালাবদলের প্রভাব নজরুলের কবিতায়

পৃথিবীর ভাবজগতে বিভিন্ন দেশে সেই সময় একটা পরিবর্তন চলছিল। বিশেষ করে এই অঞ্চলের শিল্প সাহিত্যের মধ্যে যে রোমান্টিক ধারা চলছিল, তাতেও পরিবর্তন আনে। সেই সঙ্গে বলশেভিক বিপ্লব সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের প্রচলিত ধ্যানধারণার, চিন্তা চেতনার পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।নজরুল গবেষক জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলছেন, ''বাংলা কবিতায় একটা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতা লেখা। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মতো কেউ কেউ সেই বলয়ের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি বাইরে যেতে পারেননি। প্রমথ চৌধুরী চলতি ভাষা চালু করলেন।''

''প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব, ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন, তুরস্কে কামাল পাশার আবির্ভাব, বাংলা সাহিত্যের এসব পটভূমি নজরুলকে বিদ্রোহীর মতো কবিতা লেখার জন্য প্রভাবিত করেছে।''

''তাই বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্য বিশ শতকে রবীন্দ্র প্রভাব এতো সর্বগ্রাসী হয়েছিল, মনে হচ্ছিল, এর বাইরে যাওয়া যাবে না, যতক্ষণ না বিদ্রোহী কবিতার নিশান উড়িয়ে হইহই করে নজরুল এসে হাজির হলেন।'' বলছেন অধ্যাপক ইসলাম।

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলছেন, ''আধুনিক বাংলা কবিতার যে জন্ম হলো, রবীন্দ্র ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে তাতে আরও সময় লেগে যেতো। বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা হলো।''

তিনি বলছেন, বিদ্রোহী কবিতাটি বাংলা সমাজ জীবনে, বাংলা রাজনৈতিক জীবনে, বিভিন্ন আন্দোলনে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে।এই কবিতা সেই সময় নিষিদ্ধ করা হবে কিনা, সেটা নিয়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের মধ্যে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল।অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলছেন, ''আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা না করলেও যেখানেই এসব পত্রিকা পেতো, সেগুলো জব্দ করতো। আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও অনানুষ্ঠানিকভাবে একপ্রকার নিষিদ্ধ ছিল। আমার মনে হয় না, বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী ছাড়া আর কোন কবিতা এতোটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একশো বছর পরেও সেই আবেদন কমেনি।''



**বিদ্রোহী কবিতা – কাজী নজরুল ইসলাম**

**কাজী নজরুল ইসলাম**

বল বীর –

বল উন্নত মম শির!

শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রীর!

বল বীর –

বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি’

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ছাড়ি’

ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,

খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া

উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!

মম ললাটে রুদ্র-ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!

বল বীর –

আমি চির-উন্নত শির!

আমি চিরদুর্দ্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,

মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,

আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর!

আমি দুর্ব্বার,

আমি ভেঙে করি সব চুরমার!

আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,

আমি দ’লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃংখল!

আমি মানি নাকো কোনো আইন,

আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম,

ভাসমান মাইন!

আমি ধূর্জ্জটী, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!

আমি বিদ্রোহী আমি বিদ্রোহী-সূত বিশ্ব-বিধাত্রীর!

বল বীর –

চির উন্নত মম শির!

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণী,

আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণী!

আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,

আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।

আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,

আমি চল-চঞ্চল, ঠুমকি’ ছমকি’

পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি’

ফিং দিয়া দিই তিন দোল্!

আমি চপলা-চপল হিন্দোল!

আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা’,

করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,

আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!

আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর।

আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার আমি উষ্ণ চির-অধীর।

বল বীর –

আমি চির-উন্নত শির!

আমি চির-দুরন্ত-দুর্ম্মদ,

আমি দুর্দ্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দ্দম্ হ্যায়্ হর্দ্দম্

ভরপুর মদ।

আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক, জমদগ্নি,

আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি!

আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,

আমি অবসান, নিশাবসান।

আমি ইন্দ্রাণি-সূত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য্য,

মম এক হাতে-বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য্য।

আমি কৃষ্ণ-কন্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা বারিধির।

আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।

বল বীর –

চির উন্নত মম শির।

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক

আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক!

আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,

আমি আপনা ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ!

আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,

আমি ইস্ত্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,

আমি পিনাক-পাণির ডমরু-ত্রিশূল, ধর্ম্মরাজের দন্ড,

আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ-প্রচন্ড!

আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা-বিশ্বামিত্র-শিষ্য,

আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব!

আমি প্রাণ-খোলা-হাসি উল্লাস, – আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,

আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস!

আমি কভু প্রশান্ত, – কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,

আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্প-হারী!

আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,

আমি উজ্জ্বল আমি প্রোজ্জ্বল,

আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল্ দোল!

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,

আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম-উদ্দাম, আমি ধন্যি।

আমি উন্মন মন উদাসীর,

আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর!

আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,

আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত

বুকে গতি ফের!

আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,

চিত- চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!

আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল ক’রে দেখা অনুখন,

আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তা’র কাঁকন-চুড়ির কন্-কন্।

আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,

আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর!

আমি উত্তর-বায়ু, মলয়-অনিল, উদাসী পূরবী হাওয়া,

আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীনে গান গাওয়া!

আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র রবি,

আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি! –

আমি তুরিয়ানন্দে ছুটে চলি এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!

আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে

সব বাঁধ!

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,

আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব বিজয় কেতন!

ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া

স্বর্গ-মর্ত্ত্য করতলে,

তাজি বোরবাক্ আর উচ্চৈস্রবা বাহন আমার

হিম্মত-হ্রেস্বা হেঁকে চলে!

আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,

আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথর-কলরোল-কল-কোলাহল!

আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,

আণি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা, সঞ্চরি’ ভূমি-কম্প!

ধরি বাসুকির ফনা জাপটি’, –

ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি’!

আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,

আমি ধৃষ্ট আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল!

আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,

মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্-ঘুম্

ঘুম্ চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিঝ্ঝুম্

মম বাঁশরী তানে পাশরি’

আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।

আমি রুষে উঠে’ যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,

ভয়ে সপ্ত নরক হারিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!

আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!

আমি আমি শ্রাবণ প্লাবন- বন্যা,

কভু ধরণীরে করি বরণিয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা –

আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!

আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,

আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণি!

আমি ছিন্নমস্তা চন্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,

আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!

আমি মৃণ্ময়, আমি চিন্ময়,

আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়!

আমি মানব দানব দেবতার ভয়,

বিশ্বের আমি চির দুর্জ্জয়,

জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,

আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্ত্য

আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!

আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে

সব বাঁধ!!

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,

নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!

আমি হল বলরাম স্কন্ধে,

আমি উপাড়ি’ ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।

মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত

আমি সেই দিন হব শান্ত,

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল, আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,

অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না –

বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত

আমি সেই দিন হব শান্ত!

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,

আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব-ভিন্ন!

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!

আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

আমি চির-বিদ্রোহী বীর –

আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!

**The Rebel (Original: Bidrohi, 1921)**

by Kazi Nazrul Islam

(Translation: Kabir Chowdhury)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Say, Valiant,

Say: High is my head!

Looking at my head

Is cast down the great Himalayan peak!

Say, Valiant,

Say: Ripping apart the wide sky of the universe,

Leaving behind the moon, the sun, the planets

and the stars

Piercing the earth and the heavens,

Pushing through Almighty’s sacred seat

Have I risen,

I, the perennial wonder of mother-earth!

The angry God shines on my forehead

Like some royal victory’s gorgeous emblem.

Say, Valiant,

Ever high is my head!

I am irresponsible, cruel, and arrogant,

I am the king of the great upheaval,

I am cyclone, I am destruction, am the great fear, the curse of the universe.

I have no mercy,

I grind all to pieces.

I am disorderly and lawless,

I trample under my feet all rules and discipline!

I am Durjati, I am the sudden tempest of ultimate summer,

I am the rebel, the rebel-son of mother-earth!

Say, Valiant,

Ever high is my head!

I am the hurricane, I am the cyclone

I destroy all that I found in the path!

I am the dance-intoxicated rhythm,

I dance at my own pleasure,

I am the unfettered joy of life!

I am Hambeer, I am Chhayanata, I am Hindole,

I am ever restless,

I caper and dance as I move!

I do whatever appeals to me, whenever I like,

I embrace the enemy and wrestle with death,

I am mad. I am the tornado!

I am pestilence, the great fear,

I am the death of all reigns of terror,

I am full of a warm restlessness for ever!

Say, Valiant,

Ever high is my head!

I am creation, I am destruction,

I am habitation, I am the grave-yard,

I am the end, the end of night!

I am the son of Indrani

With the moon in my head

And the sun on my temple

In one hand of mine is the tender flute

While in the other I hold the war bugle!

I am the Bedouin, I am the Chengis,

I salute none but me!

I am thunder,

I am Brahma’s sound in the sky and on the earth,

I am the mighty roar of Israfil’s bugle,

I am the great trident of Pinakpani,

I am the staff of the king of truth,

I am the Chakra and the great Shanka,

I am the mighty primordial shout!

I am Bishyamitra’s pupil, Durbasha the furious,

I am the fury of the wild fire,

I burn to ashes this universe!

I am the gay laughter of the generous heart,

I am the enemy of creation, the mighty terror!

I am the eclipse of the twelve suns,

I herald the final destruction!

Sometimes I am quiet and serene,

I am in a frenzy at other times,

I am the new youth of dawn,

I crush under my feet the vain glory of the Almighty!

I am the fury of typhoon,

I am the tumultuous roar of the ocean,

I am ever effluent and bright,

I trippingly flow like the gaily warbling brook.

I am the maiden’s dark glassy hair,

I am the spark of fire in her blazing eyes.

I am the tender love that lies

In the sixteen year old’s heart,

I am the happy beyond measure!

I am the pining soul of the lovesick,

I am the bitter tears in the widow’s heart,

I am the piteous sighs of the unlucky!

I am the pain and sorrow of all homeless sufferers,

i am the anguish of the insulted heart,

I am the burning pain and the madness of the jilted lover!

I am the unutterable grief,

I am the trembling first touch of the virgin,

I am the throbbing tenderness of her first stolen kiss.

I am the fleeting glace of the veiled beloved,

I am her constant surreptitious gaze.

I am the gay gripping young girl’s love,

I am the jingling music of her bangles!

I am the eternal-child, the adolescent of all times,

I am the shy village maiden frightened by her own budding youth.

I am the soothing breeze of the south,

I am the pensive gale of the east.

I am the deep solemn song sung by the wondering bard,

I am the soft music played on his lyre!

I am the harsh unquenched mid-day thirst,

I am the fierce blazing sun,

I am the softly trilling desert spring,

I am the cool shadowy greenery!

Maddened with an intense joy I rush onward,

I am insane! I am insane!

Suddenly I have come to know myself,

All the false barriers have crumbled today!

I am the rising, I am the fall,

I am consciousness in the unconscious soul,

I am the flag of triumph at the gate of the world,

I am the glorious sign of man’s victory,

Clapping my hands in exultation I rush like the hurricane,

Traversing the earth and the sky.

The mighty Borrak is the horse I ride.

It neighs impatiently, drunk with delight!

I am the burning volcano in the bosom of the earth,

I am the wild fire of the woods,

I am Hell’s mad terrific sea of wrath!

I ride on the wings of the lightning with joy and profound,

I scatter misery and fear all around,

I bring earth-quakes on this world!

I am Orpheus’s flute,

I bring sleep to the fevered world,

I make the heaving hells temple in fear and die.

I carry the message of revolt to the earth and the sky!

I am the mighty flood,

Sometimes I make the earth rich and fertile,

At another times I cause colossal damage.

I snatch from Bishnu’s bosom the two girls!

I am injustice, I am the shooting star,

I am Saturn, I am the fire of the comet,

I am the poisonous asp!

I am Chandi the headless, I am ruinous Warlord,

Sitting in the burning pit of Hell

I smile as the innocent flower!

I am the cruel axe of Parsurama,

I shall kill warriors

And bring peace and harmony to the universe!

I shall uproot this miserable earth effortlessly and with ease,

And create a new universe of joy and peace.

Weary of struggles, I, the great rebel,

Shall rest in quiet only when I find

The sky and the air free of the piteous groans of the oppressed.

Only when the battlefields are cleared of jingling bloody sabers

Shall I, weary of struggles, rest in quiet,

I the great rebel.

I am the rebel eternal,

I raise my head beyond this world,

High, ever erect and alone! 